তথ্য অধিকার আইন ২০০৯

বাংলাদেশের জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করতে ২৯ মার্চ ২০০৯ জাতীয় সংসদে তথ্য অধিকার আইন গৃহীত হয় এবং ১ জুলাই ২০০৯ থেকে তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ, আপীল ও তথ্য কমিশনে অভিযোগসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো কার্যকর হয়। তথ্য জানার অধিকার জনগণের সকল অধিকার নিশ্চিতের পূর্বশর্ত। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত হলে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে, দুর্নীতি হ্রাস পাবে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত ... সঠিকভাবে তথ্যের জন্য আবেদন ও আপীল করতে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করুন:-

প্রতিষ্ঠানে তথ্যের জন্য আবেদন ও আপীল পদ্ধতি এবং তথ্য কমিশনে অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া

আবেদন পদ্ধতি

১ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে সুনির্দিষ্ট ফরমে আবেদনপত্র প্রদান (সরাসরি/ রেজিস্টার্ড ডাকযোগে/ ফ্যাক্স/ই-মেইলে)

২ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক আবেদনপত্র গ্রহণ ও প্রাপ্তি স্বীকারপত্র প্রদান

৫ কার্যদিবসের মধ্যে ব্যবহৃত মাধ্যমের ফি নির্ধারণ ২০ বা সর্বোচ্চ ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য প্রদান অথবা ১০ কার্যদিবসের মধ্যে অপারগতা প্রকাশ

৩ জরুরি প্রয়োজনে অনধিক ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তথ্য প্রদান (ব্যক্তির জীবন-মৃত্যু, গ্রেফতার কারাগার থেকে মুক্তি বিষয়ে)

আপীল পদ্ধতি

১ কর্তৃপক্ষের কাছে আপীল আবেদন প্রদান এবং প্রাপ্তি স্বীকারপত্র গ্রহণ

২ ১৫ দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত গ্রহণ

৩ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদানের নির্দেশ অথবা আবেদন গ্রহণযোগ্য না হলে খারিজ

তথ্য কমিশনে অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া

১ আপিলের সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হলে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত প্রদানের সময়সীমা অতিক্রমের পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের

২ ৪৫ বা সর্বোচ্চ ৭৫ দিনের মধ্যে অভিযোগের নিষ্পত্তি

৩ তথ্য কমিশনের সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হলে হাইকোর্ট রীট আবেদন

তথ্যের জন্য আবেদন ও আপীল ফরম

তথ্য প্রাপ্তির জন্য সরকার নির্ধারিত আবেদন ফরম 'ক' এবং আপীল আবেদন ফরম 'গ' অনুযায়ী লিখিত বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম বা ই-মেইলেও আবেদন করা যাবে। এ আবেদন ফরমসমূহ তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট www.infocom.gov.bd এ পাওয়া যাবে। স্থানীয় পর্যায়ে টিআইবি'র সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) কার্যালয়সমূহে শুধুমাত্র ছাপানো তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ফরম বিনামূল্যে সংগ্রহ করা যাবে।

প্রকাশ ও প্রদানে বাধ্য নয় এমন কিছু তথ্যের উদাহরণ:

- দেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি সংক্রান্ত;
- বাণিজ্যিক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা, কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ বিষয়ক;
- প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হওয়ার বা অপরাধ বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকলে;
- জনগণের নিরাপত্তা বা বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচারে বিঘ্ন হতে পারে;
- কারো ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হতে পারে; এবং
- তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটতে পারে।

তথ্য কমিশন

তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী গঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। Code of Civil Procedure 1908 অনুযায়ী এ কমিশনের দেওয়ানি আদালতের সমপরিমাণ ক্ষমতা রয়েছে। কমিশন নিম্নলিখিত বিষয়ে অভিযোগ গ্রহণ, অনুসন্ধান এবং তার নিষ্পত্তি করে থাকে:

- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না করা হলে;
- তথ্যের আবেদনপত্র গ্রহণ না করলে/আবেদনের তথ্য না পেলে;
- নির্ধারিত সময়ে কর্তৃপক্ষের জবাব না পেলে;
- তথ্য প্রকাশের জন্য অযৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ বা আদায় করলে; এবং
- অসম্পূর্ণ বা ভুল তথ্য প্রদান করলে।

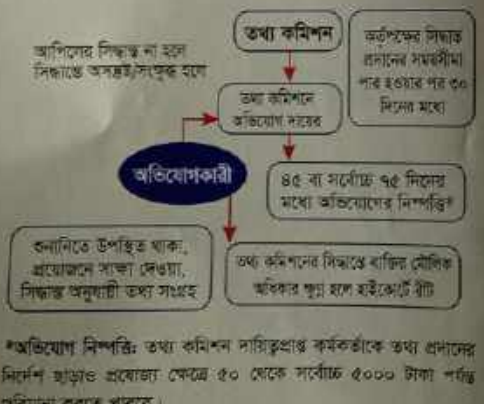

কমিশনে অভিযোগ পদ্ধতি ও নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া

***অভিযোগ নিষ্পত্তি:** তথ্য কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদানের নির্দেশ ছাড়াও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ৫০ থেকে সর্বোচ্চ ৫০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারবে।

- সহজ ও সংক্ষিপ্ত কয়েক তথ্যের জন্য আবেদন করা;
- প্রাসঙ্গিক সর্বোচ্চ ৪/৫টি প্রশ্ন জানতে চাওয়া;
- দীর্ঘদিনের পুরাতন তথ্য জানতে না চাওয়া;
- তথ্য জানতে চাওয়ার কারণ প্রকাশের প্রয়োজন নেই;
- দুর্নীতি বা অনিয়ম সংক্রান্ত তথ্য চাওয়ার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন; এবং
- প্রয়োজনে এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তির সাহায্য নেওয়া।

তথ্য অধিকার আইন ও টিআইবি

টিআইবি স্ব-উদ্যোগে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবি'র গভর্ন্যান্স ব্যবস্থাপনা, কর্ম-কৌশল ও পরিকল্পনা, চলমান কার্যক্রম, গবেষণা প্রতিবেদন, মূল্যায়ন, বার্ষিক প্রতিবেদন, সকল নীতিমালা, ম্যানুয়াল ও অর্থ-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত এবং টিআইবি'র ওয়েবসাইটে সহজপ্রাপ্য।

নিম্নলিখিত ঠিকানায় তথ্য সংগ্রহের জন্য সরকারের আবেদন ফরম অনুযায়ী চিঠি বা ই-মেইলের মাধ্যমে অনুরোধ জানানো যাবে। এছাড়াও টিআইবি'র স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নীতিমালা টিআইবি'র ওয়েবসাইট www.ti-bangladesh.org ঠিকানায় পাওয়া যাবে। আইন অনুযায়ী ঢাকায় টিআইবি'র পক্ষে তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা: কুমার বিশ্বজিত দাশ, ম্যানেজার, রিসোর্স অ্যান্ড ইনফরমেশন, ০১৭১৩০৬৫০১৬, bishwajit@ti-bangladesh.org

সহযোগিতায়

Embassy of Denmark

Embassy of Sweden

Swiss Agency for Development and Cooperation SDC

UKaid

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org

ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকাশিত। উল্লিখিত কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যার সাথে মূল আইন বা তার অধীন প্রণীত বিধির তারতম্য হলে মূল আইন ও বিধিকে প্রাধান্য দিতে হবে।

দুর্নীতি থামান ...এখনই

প্রকাশকাল: জুলাই ২০১৯

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

তথ্যের অধিকার, সুশাসনের হাতিয়ার
তথ্যই শক্তি, দুর্নীতি থেকে মুক্তি

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯

এক দশক